রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১০, ২০২০

[অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স
ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৯ মার্চ, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ৭৩-আইন/২০২০।—Police Act, 1861 (Act No. V of 1861) এর section 12-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপুলিশ পরিদর্শক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অধিক্ষেত্র"** অর্থ বিধি ৬ এ উল্লিখিত নৌ পুলিশ ইউনিটের অধিক্ষেত্র;

(খ) **"ইউনিট প্রধান"** অর্থ বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নৌ পুলিশ ইউনিটের নেতৃত্ব প্রদানকারী পুলিশ কর্মকর্তা;

(গ) **"নৌ পুলিশ"** অর্থ ইউনিটে দায়িত্ব পালনরত কোনো পুলিশ সদস্য;

(ঘ) **"নৌ পুলিশ ইউনিট"** বা **"ইউনিট"** অর্থ ২১ শ্রাবণ ১৪২২ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৫ আগস্ট ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও. নং ২৪৯-আইন/২০১৫ মূলে গঠিত পুলিশ বাহিনীর নৌ পুলিশ ইউনিট;

(ঙ) **"নৌযান"** অর্থ নৌপথে চলাচলকারী কোনো নৌকা, ট্রলার, স্পিড বোট, লঞ্চ, ফেরি বা জাহাজসহ অন্য কোনো জলযান;

(চ) **"পুলিশ আইন"** অর্থ Police Act, 1861 (Act No. V of 1861);

(ছ) **"পুলিশ রেগুলেশন্‌স"** অর্থ Police Regulations Bengal, 1943; এবং

(জ) **"ফৌজদারি কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898)।

মূল্য : টাকা ৮.০০

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, পুলিশ আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি এবং পুলিশ রেগুলেশন্‌সে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **আইন, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা।**—এই বিধিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই, এইরূপ বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রযোজ্য ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি (Penal Code, 1860), পুলিশ আইন ও তদধীন প্রণীত বা জারীকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, রেগুলেশন্‌স, আদেশ, নির্দেশনা, নীতিমালা, পরিপত্র, স্মারক এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ এবং প্রজ্ঞাপন ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **ইউনিটের কার্যালয়।**—ইউনিটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

৫। **ইউনিট পরিচালনা।**—(১) সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং মহাপুলিশ পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে, অন্যূন উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে, ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) ইউনিট প্রধান, ইউনিটের অধিক্ষেত্রে উহার কর্মপরিধিভুক্ত বিষয়ে, এই বিধিমালায় বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ইউনিট, সুসজ্জিত আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং যুগোপযোগী জলযান সমন্বয়ে, বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট হিসাবে পরিচালিত হইবে।

৬। **অধিক্ষেত্র।**—ইউনিটের অধিক্ষেত্র হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত সকল নদী, হ্রদ অথবা অন্য কোনো নৌ-চলাচল উপযোগী নৌপথ এবং জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট নৌ পথের এইরূপ কোনো অংশবিশেষ, যাহা সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নৌপথ হিসাবে ঘোষিত;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত নদী, হ্রদ বা নৌপথের সর্বোচ্চ পানি স্তর যে স্থানে ভূমি স্পর্শ করে উক্ত স্থান হইতে ভূ-ভাগের দিকে ৫০ (পঞ্চাশ) মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা;

(গ) কোনো আইন বা আইনের অধীন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দ্বারা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোনো এলাকা; এবং

(ঘ) ফেরি এবং ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল , নৌ টার্মিনাল ও নোঙ্গর ঘাটসহ অন্যান্য নৌ স্থাপনা।

৭। **ইউনিটের কার্যাবলি।**—ইউনিটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) অধিক্ষেত্রে নৌচলাচল, মালামাল পরিবহন, যাত্রী চলাচল, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আমদানি-রপ্তানির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) অধিক্ষেত্রে চলাচলকারী সকল প্রকার নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী বহন, অতিরিক্ত ভাড়া আদায় এবং কোনো নৌ স্থাপনা বা নৌযানে অবৈধ টোল আদায় বন্ধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) ফেরি এবং ফেরিঘাট, লঞ্চঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল, নৌ টার্মিনাল ও নোঙ্গর ঘাটসহ (berthing) সংশ্লিষ্ট যাত্রী বিরতি স্থানের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) অধিক্ষেত্রে চোরাচালান, মাদক পাচার, মানব পাচার, অবৈধ অস্ত্র এবং অন্যান্য সংঘবদ্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের (Transnational organized crime) বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঙ) নদীর গতিপথ বাধাগ্রস্তকরণ, নাব্য নৌপথে বিঘ্ন সৃষ্টি, নাব্য নৌপথের নাব্যতা পরিবর্তন, অবৈধ খনন, অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, অবৈধ দখল ও ভরাট সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের চেষ্টার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেসসহ অন্য কোনো অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) অধিক্ষেত্রের মধ্যে সুষ্ঠু নৌ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) নৌ দুর্ঘটনা রোধকল্পে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঝ) অধিক্ষেত্রে মৎস্য সম্পদ রক্ষা এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) অধিক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) অপরাধ প্রতিরোধকরণের লক্ষ্যে অধিক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধজনক ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং পুলিশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইউনিটসমূহের সহিত উক্ত তথ্যাদি বিনিময়; এবং

(ঠ) আইন, এই বিধিমালা, মহাপুলিশ পরিদর্শক বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন ।

৮। **অপরাধের তদন্তকার্য পরিচালনা, ইত্যাদি।**—(১) অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে নৌ পুলিশ উক্ত অপরাধের তদন্ত করিবে এবং তদন্তকার্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে, যথা :—

(ক) অধিক্ষেত্রের মধ্যে কোনো অপরাধ সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে বা, ক্ষেত্রমত, মামলা রুজু হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক তথ্য বিবরণীর অনুলিপি ইউনিটের নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন;

(খ) পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা পুলিশ সুপারকে নৌ পুলিশের অধিক্ষেত্রের মধ্যে রুজুকৃত কোনো মামলা হস্তান্তর করিবার জন্য নৌ পুলিশ ইউনিট কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে, পুলিশ কমিশনার, বা ক্ষেত্রমত, জেলা পুলিশ সুপার অনতিবিলম্বে উক্ত মামলা তদন্তের জন্য ইউনিটের নিকট হস্তান্তর করিবেন;

(গ) ইউনিট কোনো মামলার তদন্তকার্য আরম্ভ করিলে মহাপুলিশ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোনো সংস্থায় উক্ত মামলা হস্তান্তর করা যাইবে না; এবং

(ঘ) তদন্তকার্যে নিয়োজিত ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি ও জব্দের ক্ষমতাসহ তদন্ত সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইউনিট, অধিক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধ ব্যতীত, আদালত, সরকার বা মহাপুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক, সময় সময়, নির্দেশিত অন্য যে কোনো অপরাধের তদন্তকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে ইউনিট, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট জেলা, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **হাজতখানা, মালখানা, জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ, ইত্যাদি।**—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইউনিটে আধুনিক হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকিবে।

১০। **গ্রেফতার, ক্রোক, তল্লাশি, ইত্যাদি।**—দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নৌ পুলিশ গ্রেফতার, ক্রোক, তল্লাশি ও জব্দের ক্ষমতাসহ তদন্তকার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় ফৌজদারী কার্যবিধি, পুলিশ আইন ও পুলিশ রেগুলেশন্সের বিধান মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১১। **পুলিশ কমিশনার বা জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব।**—ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা পুলিশ সুপারের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক জনবল, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ (Logistics) সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ;

(খ) মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সভা বা অপরাধ পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভায় ইউনিটের প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্তকরণ; এবং

(গ) অপরাধজনক ও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ।

১২। **অন্যান্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহিত সমন্বয় সাধন এবং সহায়তা গ্রহণ।**—অধিক্ষেত্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ তদন্তের বিষয়ে ইউনিট, প্রয়োজনে, অন্যান্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিবে এবং ইউনিট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট উক্ত কার্যে সহায়তা যাচনা করা হইলে উহারা ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩। **সাধারণ ডায়েরি, পরিদর্শন বহি এবং রেজিস্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ।**—(১) ইউনিট, পুলিশ আইন ও পুলিশ রেগুলেশন্স এবং বাংলাদেশ পুলিশ ফরম অনুযায়ী সাধারণ ডায়েরি ও পরিদর্শন বহি সংরক্ষণ করিবে।

(২) ইউনিট, পুলিশ রেগুলেশন্সে বর্ণিত রেজিস্টারসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয়, যুগোপযোগী এবং আনুষঙ্গিক রেজিস্টার ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবে।

১৪। **হেফাজত।**—এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে নৌ পুলিশ ইউনিট কর্তৃক—

(ক) কৃত বা সম্পাদিত সকল কার্যাদি, এই বিধিমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন কৃত বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) গৃহীত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত কার্য বা কার্যধারা, এই বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)

মহাপুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক, (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd